প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায় সিয়াম (রোযা)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

৭. কী ধরনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে উপরে বর্ণিত অফুরন্ত ফযীলত ও সওয়াব হাসিল করা যাবে?

সিয়ামের বরকতময় সাওয়াব ও পুরস্কার হাসিলের জন্য নিমোক্ত শর্তাবলি পূরণ করা আবশ্যক।

১. শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য সিয়াম পালন করতে হবে।মনের মধ্যে লোক দেখানোর ইচ্ছা বা অপরকে শুনানোর কোন ক্ষুদ্র অনুভূতি থাকতে পারবে না।

২. সিয়াম পালন, সাহরী, ইফতার ও তারাবীহসহ সকল ইবাদত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তরীকামতো পালন করতে হবে।

৩. খাওয়া-দাওয়া ও যৌনাচার ত্যাগের মতো মিথ্যা, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, অশ্লীলতা, ধোঁকাবাজি ও ঝগড়া-বিবাদসহ সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। চোখ, কান, জিহ্বা ও হাত পা সকল ইন্দ্রিয়কে অন্যায় কাজ থেকে হেফাযতে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং মূর্খতা পরিত্যাগ করতে পারল না, তার রোযা রেখে শুধুমাত্র পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” (বুখারী: ১৯০৩)

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ ও চেঁচামেচি করা থেকে বিরত থাকে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার দিকে মারমুখী হয়ে আসে তবে সে যেন তাকে বলে ‘আমি রোযাদার’। অর্থাৎ রোযা অবস্থায় আমি গালিগালাজ ও মারামারি করতে পারি না।” (মুসলিম: ১১৫১)

“এমন অনেক রোযা পালনকারী আছে যার রোযা থেকে প্রাপ্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। তেমনি কিছু সালাত আদায়কারী আছে যাদের সালাত কোন সালাতই হচ্ছে না। শুধু যেন রাত জাগছে।” (আহমাদ: ৮৮৪৩) (অর্থাৎ সালাত আদায় ও সিয়াম পালন সুন্নাত তরীকামতো না হওয়ার কারণে এবং মিথ্যা প্রতারণা ও পাপাচার ত্যাগ না করায় তাদের রোযা ও সালাত কোনটাই কবুল হচ্ছে না)।

৪. চতুর্থত: ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় বা ঈমান থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায় এমন কোন পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13406

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন